

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০৭৮.২১-১৯৫

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৮

২৯ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়: হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক ০৪.০৩.২০১৬ খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হওয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের (মাদ্রাসা কর্তৃক প্রণীত ব্রডশীট জবাব এবং মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশকৃত) উপর অনুসরণীয় নির্দেশনা।

- সূত্র: (১) ডিআইএ এর স্মারক নং-ডিআইএ/হবিগঞ্জ/২৯০১-এম/চট্ট: ১৬৯, তারিখ: ২১.০৭.২০১৯ খ্রি.।
(২) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর —৫৭.২৫.০০০০.০১০.৪৪.০৩০.২১.১৫৩৫, তারিখ: ১৬.১১.২০২১ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ০৪.০৩.২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে ব্রডশীটে সুপারের জবাব ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মতামতের উপর মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর মন্তব্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব আলোচনা ও পর্যালোচনা করে মহাপরিচালকের মন্তব্য অনুযায়ী টিএমইডি এর প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিএসআর এর ক্র: নং	ব্রডশীট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে টিএমইডি'র নির্দেশনা/মন্তব্য
১৫/১	প্রশাসনিক মন্তব্য ও সুপারিশ:
১(গ)	স্বীকৃতি সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটি ০১.০১.১৯৭৯ খ্রি. তারিখ দাখিল স্বীকৃতি লাভ করে। স্বীকৃতি হালনাগাদ নবায়ন রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। পরবর্তী অডিটে এর প্রতিফলন থাকতে হবে।
১(ঘ)	ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত তথ্য: বর্তমান মেয়াদের মধ্যে পরবর্তী নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(চ)	স্টক টেকিং সংক্রান্ত তথ্য: স্টক টেকিং কমিটি নেই এবং বছর শেষে স্টক টেকিং করা হয় না। শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্টক টেকিং কমিটি গঠন করে প্রতি বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের স্বাবর/অস্বাবর সম্পত্তির স্টক টেকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং স্টক টেকিং প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদনপূর্বক স্টক রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(ছ)	রেজিস্ট্রার: ফাইল রেজিস্ট্রার, চাঁদা আদায়ের রশিদ বহির রেজিস্ট্রার, ডিমাল্ড ও রিসিপ্ট রেজিস্ট্রার, সাবসিডিয়ারি রেজিস্ট্রারসহ ব্যবহৃত রেজিস্ট্রারসমূহ যথাযথ ব্যবহার করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(ঝ)২	মহিলা কোটা : প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০% মহিলা কোটা পূরণের জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(ট)	স্টাফিং প্যাটার্ন সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য : প্রতিষ্ঠানটিতে প্যাটার্ন অতিরিক্ত কোন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত নেই। তবে ২৪/১০/৯৫ ও ০৪/০২/২০১০ এ জারীকৃত জনবল কাঠামো অনুযায়ী দাখিল স্তরে দাখিলকারীর কোন পদ নাই। জনাব মো: ইউসুফ আলী (ইন: ৩৮৫৭৯৪) দাখিলকারী হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ২৪/১০/৯৫ ও ০৪/০২/২০১০ এ জারীকৃত জনবল কাঠামোর পূর্বে নিয়োগ ও এমপিও ভুক্তি বিধায় উদ্বৃত্ত হিসেবে কর্মরত থেকে সরকারি বেতন-ভাতাদি পেতে থাকবেন। কিন্তু উক্ত পদটি শূন্য হলে তদস্থলে আর কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না মর্মে সুপারকে নির্দেশনা দেয়া হলো।
১(ঠ)	শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্য: পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত শিক্ষকগণ পূর্ব অভিজ্ঞতা দাবী করেছেন।

ক্র:ন-	নাম	পদবী	পূর্ব প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিজ্ঞতার সময়কাল	
০১	জনাব মো: শফিকুল আলম চৌধুরী	সহ:শিক্ষক	০১. হাজী আলীম উল্যা সিনিয়র মাদ্রাসা ০২. শায়েস্তাগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসা	২৪.০৮.১৯৯২ ০২.০৭.১৯৯৪	৩০.০৬.১৯৯৪ ২৮.০২.১৯৯৮
	চাকুরির ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকলে ডিজি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে তা নিশ্চিতকল্পে TMED-কে অবহিত করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।				
২(ক)	জমি সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির জমির পরিমাণ ১.১৮ একর। প্রতিষ্ঠানটির জমির ভূমি উন্নয়ন কর হালসন নাগাদ পরিশোধ করে খাজনার রশিদ সংরক্ষণ করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।				
২(খ)	গৃহকক্ষ সংক্রান্ত: প্রতিষ্ঠানটিতে ৩ টি পাকা গৃহে মোট ১২ টি কক্ষ রয়েছে। শ্রেণি কক্ষগুলো সংস্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পানীয়-জল এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।				
২(গ)	আসবাবপত্র সংক্রান্ত: বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রয়েছে। আধুনিক আসবাবপত্র তৈরি/ক্রয় করতে হবে এবং আসবাবপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।				
৩(ক)	একাডেমিক মন্তব্য ও সুপারিশ: শিক্ষার্থী সংখ্যা ও মন্তব্য: বর্তমান শিক্ষাবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৪৮ জন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৫ জন। শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষককে সচেতন হতে হবে।				
৩(খ)	ঝরে পড়া শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য: প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করে ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।				
৩(গ)	একাডেমিক সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: একাডেমিক উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ১. পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে; ২. শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে; ৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে; ৪. শ্রেণির অপেক্ষাকৃত দুর্বল অমনোযোগী শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৫. প্রতিটি শ্রেণিতে মাসিক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু করতে হবে; ৬. Participatory Method চালু করতে হবে; ৭. বার্ষিক অভিভাবক সভা করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া এবং উপস্থিতি সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে হবে; ৮. প্রতিষ্ঠানের লেখা-পড়ার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকমন্ডলীর যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; ৯. ইংরেজি ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং ১০. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।				
৩(ঘ)	পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ১. অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা : প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের মান সন্তোষজনক। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ২. বোর্ড পরীক্ষা: বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের মান সন্তোষজনক। বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ৩. জেডিসি পরীক্ষা : জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের মান সন্তোষজনক। জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলে সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ৪. বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল: বিগত ০৩ বছরে প্রতিষ্ঠানটিতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেনি। প্রতি বছর অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীদেরকে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।				

৩ (ঙ)	<p>পাঠাগার, পুস্তক ও পাঠাভ্যাস সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: পাঠাগার: পাঠাগারের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. পাঠাগারের জন্য কাম্য সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করা; ২. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নামে নিয়মিত পুস্তক ইস্যু করা; ৩. পাঠাগারে পুস্তক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা; ৪. পাঠাগারে পাঠ সহায়ক ম্যাগাজিন/পত্রিকা রাখা; ৫. পাঠাগারে ছাত্রীদের পাঠ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
৩ (ছ)	<p>সহপাঠ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন, সামাজিক উন্নয়ন/সচেতনতা বৃদ্ধি, কুইজ, বিতর্ক, ক্রীড়া, বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করাসহ সহপাঠ কার্যক্রম আরো গতিশীল করে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।</p>
৪(ক)	<p>আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয়-ব্যয় পরিচালনা করা হয় না। পরবর্তীতে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয়-ব্যয় পরিচালনা করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. বছরের শুরুতে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। ২. ভর্তি ফিস, বেতন, ফরম পূরণসহ বেসরকারি আয় ও আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে আদায় করে তা যথাসময়ে ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে, দৈনিকের আদায় দৈনিক ব্যাংকে জমা করতে হবে। ব্যাংক হতে উত্তোলনের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। ৩. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম নিয়মিত নয়। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন অনুমোদনপূর্বক সংরক্ষণ করতে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হবে। ৫. আসবাবপত্র তৈরি ও নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ৬. ক্যাশ বহি সবসময় আপডেট রাখতে হবে। প্রতি মাসেই ক্যাশবহিতে মাসিক সমন্বয় শেষে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। ৭. নিয়মিত ক্রয় কমিটি নেই। ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের যে কোন ক্রয় সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ক্রীত মালামাল অবশ্যই যথাসময়ে স্টক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৯. প্রতিষ্ঠানের যে কোন আদায় রশিদের মাধ্যমে করার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।
৪(খ)	<p>তহবিল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ১. সংরক্ষিত তহবিলে ১,০০,০০০/- টাকা জমা আছে। উক্ত তহবিলে কাম্য পরিমাণ টাকা জমা আছে। ভবিষ্যতেও কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ২. সাধারণ তহবিলে ১,৮১,৩২৯/১৪ টাকা জমা আছে। উক্ত তহবিলে কাম্য পরিমাণ টাকা জমা আছে। ভবিষ্যতেও কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ৩. ভবিষ্য তহবিল: শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে ভবিষ্য তহবিল চালু থাকলেও পর্যাপ্ত টাকা জমা নেই। শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে পৃথক ব্যাংক হিসাব নম্বরে ভবিষ্য তহবিল চালু করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।</p>
৪(খ)	<p>তহবিল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলে কাম্য পরিমাণ টাকা জমা আছে। ভবিষ্যতেও কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।</p>
৪ (খ)২	<p>ভবিষ্য তহবিল: শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে ভবিষ্য তহবিল চালু নেই। শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে পৃথক ব্যাংক হিসাব নম্বরে ভবিষ্য তহবিল চালু করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।</p>
৫	<p>বিগত পরিদর্শন : বিগত পরিদর্শন প্রতিবেদনে সুপারিশ ১৫(গ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি এবং সুপারিশ(ড) সহকারী সুপার জনাব আলী মোহাম্মদ চৌধুরী কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গৃহীত ৩৯,৪৫৮/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেননি। বিগত পরিদর্শন প্রতিবেদনের অবাস্তবায়িত সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যান্য কতিপয় সুপারিশ/আপত্তির বিষয়ে বর্তমান প্রতিবেদনে সুপারিশ রাখা হয়েছে। টিএমইডি'র মন্তব্য: অবাস্তবায়িত সুপারিশ বাস্তবায়ন করে প্রমাণক ডিজি, ডিএমই এর মাধ্যমে টিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য সুপারকে নির্দেশনা দেয়া হলো।</p>
৬ (খ)	<p>শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন : ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক ও বাস্তবসম্মত বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা লাভের জন্য প্রণীত শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সবাইকে আরো যত্নবান হতে হবে।</p>

(গ)	বাল্য বিবাহ : বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এর কুফল সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষকগণকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।
(ঘ)	জঞ্জীবাদ ও মানব পাচার : জঞ্জীবাদ, মানব পাচার, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এর কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রতিরোধের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী, কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকগণকে সমন্বিত ভূমিকা পালনে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
(ঙ)	ইভটিজিং সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য : ইভটিজিং এর কুফল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষককে পদক্ষেপ নিতে হবে।
(চ)	অনুপস্থিত শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ভবিষ্যতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ১০ দিনের বেশি কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকে তবে তা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করার জন্য সুপারকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

০২. বর্ণিতাবস্থায়, উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় (উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত) একাডেমিক সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে প্রমাণকসহ BSR আগামী ২৪.০২.২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে (মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে) প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩. একই সাথে ব্রডশীট জবাবের অনুচ্ছেদ-১, ১ (ক), (খ), (ঙ), (জ), (ঝ-১), (ঞ), (ড), (ঢ), ত(ঢ) এবং ৬ (ক) -এর বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হলো।



৩১-১২-২০২১

নূরজাহান বেগম

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন: ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০৭৮.২১-১৯৫/১(৫)

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৮
২৯ ডিসেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২) সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

৩) যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪) সুপার/ব্যবস্থাপনা কমিটি, গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনাবুঘাট, হবিগঞ্জ।

৫) অফিস কপি, মাষ্টার কপি।



৩১-১২-২০২১

নূরজাহান বেগম

সিনিয়র সহকারী সচিব